মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকার তারতম্য

এখন বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি।

ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। কোন কোন পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ।

শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। চাল, ডাল, ডিম, চিনি ও তেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এখন আকাশচুম্বী। সাধ্যের বাইরে মুরগি, গরু ও খাসির গোশত।

এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক পাইকারি ও খুচরা বাজার দরের তারতম্যের চিত্র নিম্নরুপ। গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সহ গত এক সপ্তাহে সরজমিনে মেহেরপুর শহরের পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের মূল্য তালিকায় বিগত সপ্তাহের তুলনায় তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুর বড় বাজারে, মোটা চাল পাইকারি মূল্য ৪৮ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি চাল পাইকারি মূল্য ৫৬ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৮ টাকা কেজি,এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে।

সরু চাল পাইকারি মূল্য ৬০ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৬৪-৬৫ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ২-৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু পাইকারি বিক্রয় মূল্য ৪১ টাকা ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারী বাজারে ৫ টাকা কমলেও খুচরা মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

দেশি পেঁয়াজ পাইকারি মূল্য ৯৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০৫ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে উভয় বাজারে পেঁয়াজের মূল্য ১৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। এল সি পেয়াজ পাইকারি মূল্য ৮৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০৫ টাকা কেজি দ্বরে বিক্রি হচ্ছে । গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি বাজারে ৫ টাকা কমলেও খুচরা মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় আরো ৫ টাকা

বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিম পাইকারি মূল্য ১২০ টাকা ডজন ও খুচরা মূল্য ১৩২ টাকা ডজন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে মূল্য প্রায় ১৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ব্রয়লার মুরগির পাইকারি মূল্য ১৬০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১৭০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহে ১০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

মেহেরপুরে কাঁচা মরিচের কেজি ৩০০ টাকা

মেহেরপুরে কাঁচা বাজারে গত কয়েকদিন ধরে বেড়েছে কাঁচা মরিচের দাম। গতকাল সোমবার মেহেরপুর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ।

মেহেরপুর বড় বাজারে কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে খুচরা ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি দরে। যা গত এক সপ্তাহ আগে ১৬০ থেকে ১৮০ টাকা কেজি ছিল। সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচ দাম ছাড়িয়েছে দ্বিগুণ।

বড় বাজার এলাকার খুচরা বিক্রেতাদের দাবি, বৃষ্টির অভাবে কাঁচা মরিচের গাছ মরে যাচ্ছে। কৃষকদের মরিচের গাছ মরে যাওয়ায় ফলন কমে গেছে। বাজারে মরিচ আমদানি কমে গেছে।

গাংনী বাজারের খুচরা বিক্রেতা খলিলুর রহমান জানান, বিভিন্ন পণ্যের দাম কিছুটা বেশি থাকায় ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতিদিনই কথা কাটাকাটি হয়। এরমধ্যে হঠাৎ কাঁচা মরিচের দাম বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হওয়ায় ক্রেতাদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

গাংনী বাজারের কাঁচামাল ব্যবসায়ী জিয়ারুল ইসলাম বলেন, কৃষকরা গত কয়েকদিন ধরে আগের মতো কাঁচা মরিচ সরবরাহ করতে পারছে না। আমদানি কমে যাওয়ায় দামও বেড়ে গেছে।

এনজিও চাকরিজীবী নাইম হোসেন কাঁচাবাজার করতে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে এমনিতেই নাভিশ্বাস ক্রেতাদের। এর মধ্যে প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় প্রয়োজন

এমন পণ্য কাঁচা মরিচের দাম বৃদ্ধি চিন্তার বিষয়। নিয়মিত বাজার মনিটরিং হচ্ছে না বলেই এমনটা হচ্ছে।’

এদিকে, নিয়মিত বাজার মনিটরিং না থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে যায় বলে অভিযোগ ক্রেতাদের।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, রেগুলার বাজার মনিটারিং হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর ছাড়াও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আরও জোরালোভাবে বাজার মনিটারিং করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সপ্তাহের ব্যবধানে সব্জীর দাম বেড়েছে কেজিতে ১৫ টাকা

এক সপ্তাহের ব্যবধানে সব্জী ভান্ডারখ্যাত মেহেরপুরের বাজারে দাম বেড়েছে সব ধরনের সব্জীর। পাইকারি বাজার দর কেজি প্রতি সব্জীতে দাম বেড়েছে প্রায় ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত। আর ভোক্তা পর্যায়ে বেড়েছে ১৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত।

তবে, মাত্র ১ দিনের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি ১৫ থেকে ১৭ টাকা। মেহেরপুরের সব্জীর বড় পাইকারি মোকাম মেহেরপুর ও গাংনীর সব্জীর বাজার ও গাংনী খুচরা বাজারে ঘুরে এ তথ্য জানা গেছে।

মেহেরপুর সব্জীর বাজারে চাষী পর্যায় থেকে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে মঙ্গলবার জেলার খুচরা বাজারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সবজির দাম বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। ফলে নাভিশ্বাস বেড়েছে সাধারণ ক্রেতাদের।

মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর কৃষক ও আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পাইকারি পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে কাঁচা মরিচ, শসা, বেগুন, করলা ও পটোলের।

গতকাল মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর কাঁচা মালের আড়ৎ ঘুরে দেখা গেছে, করলা কেজি প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, ঝিঙা ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, লাউ পিচ প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা, পটোল ২৫ থেকে ৩০ টাকা, পেঁপে ১০ থেকে ১৫ টাকা, কলা ২৫ থেকে ৩০ টাকা, লাল শাঁক ২০ থেকে ২৫ টাকা, পুঁই শাক ১৫ থেকে ১৭ টাকা, বেগুন ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, ফুল কপি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বাঁধা কপি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, মুলা ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বরবটি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, কচুমুখি ৩৫ টাকা ও কাঁকরোল ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে।

এক সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি করলা ৩০ টাকা, শসা ২০ টাকা, বেগুন ৩০, পটোল ২০, কাঁচা মরিচ ২০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল।
বেশি দামে কাঁচা মরিচ বিক্রি করতে পেরে খুশি সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের শাহানুর রহমান। তিনি জানিয়েছেন গতকাল ১৫ কেজি মরিচ বিক্রি করেছি ৩৫ টাকা কেজি দরে। আজকে বিক্রি করলাম ৫২ টাকা কেজি দরে।

রায়পুরে গ্রামের কৃষক সমসের আলী বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগে খেত থেকে শসা তুলে বিক্রি করেছি ৩০ টেকা কেজি, আজ বিক্রি করলাম ৪০ টেকা কেজি।

সিরাজগঞ্জের আড়ত ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি প্রতিদিন মেহেরপুর কাঁচা মালের আড়ত থেকে বিভিন্ন সব্জী কিনে আমার এলাকায় ট্রাক ভর্তি করে পাঠাচ্ছি। আমার এলাকার তুলনায় এখান থেকে সব্জী কম দামে পেয়ে থাকি। তাই এখান থেকে সব্জী কিনে আমি ঢাকা কারওয়ান বাজার ও চিটাগাঙে পাঠিয়ে থাকি। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বিভিন্ন সব্জী ১০ থেকে ১৫ টাকা কেজিতে বেড়েছে।

একই কথা জানালেন ঢাকার কারওয়ান বাজারের আড়ত ব্যবসায়ী আমিরুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম।
তারা বলেন, মেহেরপুরের সব্জীর মান ভাল। তাই এখানকার সব্জী আমাদের এলাকার মানুষের কাছে চাহিদাও রয়েছে। নজরুল আরো বলেন, দেশের অন্যান্য জেলাতে সব্জী সেই ভাবে উৎপাদন হয়নি এবছর। তাই ঢাকার আড়তদাররাও এখন মেহেরপুর জেলা থেকে সব্জী কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর কাঁচা বাজারের আড়ত ব্যবসায়ী আরাফাত ভান্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী আবু ইমাম বলেন, বাইরের ব্যবসায়ীদের চাপের কারণে মেহেরপুরে সব্জীর দাম বেড়েছে। বন্যাসহ নানা কারণে, অন্য জেলায় এবছর সব্জীর আবাদ কম হয়েছে। তিনি বলেন, মেহেরপুর এবং যশোর

বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সব্জী চাষ হয়। এছাড়া অন্যান্য জেলাতে সব্জী নষ্ট হওয়ার কারণে মেহেরপুরের সব্জীর উপর চাপ বেশী হচ্ছে।

বাদশা বাণিজ্যলায়ের স্বত্ত্বাধিকারী মিজানুর রহমান বলেন, জেলার সব্জী জেলার মানুষের জন্য বিক্রি করা গেলে দাম হাতের নাগালে থাকতো। বাইরে চলে যাওয়ায় বিভিন্ন সব্জীর দাম বেড়েছে।

এদিকে পাইকারি আড়তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একবার হাতবদলের পর সবজির দাম বেড়েছে খুচরা বাজারেও।

মঙ্গলবার গাংনী বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, সব ধরনের সবজির দাম কেজিতে গড়ে ২০ টাকা বেড়েছে। গাংনী খুচরা বাজারে মঙ্গলবার প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ৮০ টাকা, বেগুন ৬০, পটল ৪০, করলা ৬০, ঢ্যাঁড়স ২৫, চিচিঙ্গা ৩০, পেঁপে ২৫ থেকে ৩০ টাকা, মুলা ৩৫, কাঁকরোল ৪৫, লাউ ২৫ টাকা, শসা ২৫ টাকা, কচুমুখি ৬০, শসা ৩৫, মিষ্টিকুমড়া ৩৫, এবং চাল কুমড়া প্রতি পিচ ৩০ টাকা, পেয়াজ ৪০ টাকা কেজি, আলু ৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে।

বাজারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে দাম বেড়েছে সব ধরনের শাকেরও। এক সপ্তাহ আগে ৩০ টাকা কেজি দরের লালশাক একলাফে ৩ আটি (আধা কেজি) ২৫ টাকা, সেমতে কেজি প্রতি ৫০ টাকা, ২০ টাকা কেজি দরের লাউশাক ও কলমি শাক ৩৫ টাকা, ২০ টাকা কেজি দরের পুঁইশাক ৩০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে।

গাংনী বাজারের ক্রেতা আরজ আলী, এসএম সেলিম বলেন, গত সপ্তাহেও সব্জীর দাম কিছুটা সহনশীল ছিল। আজকে মনে হচ্ছে সব্জীর বাজার আগুন। সব সব্জীর দাম বেড়েছে কেজিতে ১০ থেকে ১৫ টাকা।

গাংনী বাজারের আরেক ক্রেতা সুফিয়া আক্তার ও সামসুন্নাহার বলেন, বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে সব্জী থাকলেও দাম নাগালের বাইরে। যে টাকা নিয়ে বাজারে এসেছিলাম, সেই টাকায় কিছুই হয়নি। তাই সব্জী বাজার অল্প অল্প করতে হয়েছে।

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবু হানিফ বলেন, মেহেরপুরে কাঁচামালের কোনো ঘাটতি নেই। জেলায় পর্যাপ্ত পরিমান কাঁচা মালের উৎপাদন হয়েছে। বন্যার কারণে, দেশের অন্যান্য জেলাতে পর্যাপ্ত সব্জী বা কাঁচা মালা উৎপাদন হয়নি এবার। ঢাকা, চিটাগাং, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের আড়ত ব্যবসায়ীরা আগের দিন মেহেরপুরে এসে বিভিন্ন হোটেলে থাকছেন। সকালে চাষীরা কাঁচামাল

নিয়ে আসার সাথে সাথে তারা উচ্চমূল্যে মাল কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। এজন্য মেহেরপুরের কাঁচা মাল মেহেরপুরের মানুষ পাচ্ছেনা।

কোটচাঁদপুরে নয়ন জুলি দখল করে গড়ে উঠেছে বাজার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়ন জুলি দখল করে কোটচাঁদপুরে গড়ে উঠেছে দোকান , বাজার , স মিল , রাইচ মিল , ভরাট হয়েছে পৌরসভার বর্জ্যে।

এতে করে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ায় হুমকিতে পড়েছে ৯ শ একর আবাদি জমির ফসল। অবৈধ দখল থাকলে উচ্ছেদ করা হবে বললেন , সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ।

জানা যায় , কোটচাঁদপুর -কালিগঞ্জ মহাসড়কের কোটচাঁদপুর অংশের সড়কের পাশ ছিল সড়ক ও জনপদ বিভাগের নয়ন জুলি।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের তদারকি না থাকায় নয়ন জুলি দখল হয়ে গড়ে উঠেছে দোকান , মার্কেট , স মিল রাইচ , কাঠের মিল। এতে করে ব্যহত হচ্ছে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ওই এলাকার প্রায় ৯ শ একর জমির ফসল।

এ ব্যাপারে কলেজ বাসস্ট্যান্ডের ভুক্তভোগী চাষি সেলিম হোসেন বলেন, আমি আড়াই বিঘা জমিতে আবাদ করি। পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ায় প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা।

এ কারনে এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে এলাকার চাষিদের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা , চেয়ারম্যান , কৃষি কর্মকর্তার কাছে দেয়া হয়েছে। তিনি ওই দরখাস্তে দাবী করেছেন বর্ষার মৌসুমে এ এলাকার প্রায় ৯ শ একর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

চাষি হারুন অর রশিদ বলেন , আমি নিজে ওই ব্লকে ৩ বিঘা জমি চাষ করি। এ ছাড়া আরো ৬ বিঘা অন্যের জমিও দেখা শোনা করে দিই। এর আগে নয়ন জলি দখল করে নির্মিত হয়েছে , দোকান , স মিল , রাইচ মিল। এতে পানি

নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিল।

বর্তমানে পৌর সভার ময়লা আবর্জনায় ভরাট হচ্ছে নয়ন জুলি। এতে করে আরো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বৃষ্টির সময় এ ব্লকের সব ফসল পানিতে নিমজ্জিত হয়। এ কারনে চাষিরা প্রতিবছরই লোকসান করছেন আবাদ করে। তিনি এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর পৌর ভূমি অফিসের ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারি কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ওই জমিটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের। এটা সলেমানপুর মৌজার ২৩৫ দাগের জমি। ওই দাগে ১ একর ৪ শতক জমি রয়েছে। যেটা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়ন জুলি নামে রয়েছে।

ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ জানান, অনেক জায়গার জমি অনেকে দখল করে রেখেছে। এ বিষয়টি কেউ কোন দিন নজরে আনেন নাই। এ কারনে আমার জানাও ছিল না। তবে আমি খোজ খবর নিতে অফিসের সার্ভেয়ারকে পাঠাব। অবৈধ দখল থাকলে তা উচ্ছেদ করা হবে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন বলেন, সার্ভেয়ারকে পাঠানো হয়ে ছিল। সে দেখে এসেছে। ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে নিত্যপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস

মেহেরপুরে বেড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে চাল, ডাল, তেল, চিনি ও আটার দাম। নিম্ন আয়ের মানুষদের এই বাজার দরে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। প্রতিটি নিত্যপণ্যের দাম গত মাসের থেকে ১০ থেকে ১৫ টাকা বেড়ে গেছে।

মেহেরপুরের বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সব ধরনের চালের দামই কেজিপ্রতি ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। চালের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে খোলা ও বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম। বেড়েছে মাঝারি ও ছোট দানার মসুর ডালের দাম। আটার দামও কেজিতে ৮ থেকে ১০ টাকা বাড়তে দেখা যায়। আর চিনির দাম পাইকারি বাজারে কেজিতে ৬ টাকা বেড়ে ৭৯ টাকা হয়েছে।

বাজার পরিদর্শন করে দেখা গেছে, এক মাস আগে খুচরা বাজারে মিনিকেট চালের দাম ছিল ৬০ টাকা কেজি, আজ হয়েছে ৬৬ টাকা। বাসমতি চালের দাম ছিল প্রতি কেজি ৬৮ টাকা, এখন ৭৪ টাকা। মোটা চাল প্রতি কেজি ৩৮ থেকে ৪৪ টাকা হয়েছে।

এক মাস আগে খোলা সয়াবিন তেলের দাম ছিল ১৭০ থেকে ১৮২ টাকা লিটার, বর্তমানে লিটার প্রতি দাম বেড়ে ২০৫ থেকে ২১০ টাকা হয়েছে। আগের মাসে ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকার পাম সুপার তেল দাম বেড়ে ১৬৫ থেকে ১৭২ টাকা হয়েছে।
খোলা চিনির দাম এখন ৭৯ থেকে ৮০ টাকা প্রতি কেজি। প্রতি কেজি মসুরির ডাল ১০ থেকে ১২ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ১২২ টাকাই। মটরের ডাল কেজিতে ২০ টাকা বেশি দরে বর্তমানে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজার গুলোতে ঘুরে দেখা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে লবণ কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকায়, জিরা বিক্রি হচ্ছে ৪৪০ টাকা কেজি দরে, ৫০ গ্রাম হলুদ গুঁড়া ২৮ থেকে ৩০ টাকা এবং ১ শত গ্রাম ৬০ থেকে ৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ১ শত গ্রাম ঝালের বাজার দর ৬০ থেকে ৬৫ টাকার মধ্যে। এছাড়াও শুকনো খাবার মুড়ির দাম ৪০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে এবং চিড়া কেজিতে ৬০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের হোটেল বাজারে বাজার করতে আসা ক্রেতা মোঃ মানিক বলেন, আমাদের আয় কম, কিন্তু জিনিস পত্রের খরচ অনেক। আয়ের সঙ্গে ব্যয় মেলাতে পারছি না। জিনিসপাতির দাম তো বাড়তেই আছে। সামনে যে কি হবে সেটাই বুঝতে পারছি না।

মোঃ জুয়েল আহমেদ বলেন, দিন দিন সব কিছুই দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে চলতে থাকলে আমরা সংসার কিভাবে চালাবো? যে ময়দা আগে ৩০ টাকা ছিলো এখন তা ৪১ থেকে ৫০ টাকাই চলে গেছে। আর চাল,ডাল,তেল দাম তো বাড়ছেই।

মুদি ব্যবসায়ী অন্তর সাহা জানান, চালের দাম বস্তাপ্রতি (৫০ কেজি) ২০০ টাকা বেড়েছে। চালের আমদানি কোনো কমতি নেই, টাকা দিলেই চাল

পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিস আটকিয়ে রেখে দাম বাড়াচ্ছে।

সবজি সহ নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ জরুরি

সারাদেশে সবজির চাহিদা যোগান দেওয়ার অন্যতম উৎস স্থল দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা মেহেরপুর। মেহেরপুরের চাহিদা মেটানোর পর প্রতিদিনই প্রায় ২০ থেকে ২৫ ট্রাক সবজি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়। অথচ সেই মেহেরপুরেও সবজির দাম অসহনীয় ভাবে বেড়েই চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিত্যপণ্যের দামও।

বাড়ছে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের। এমন কোন সবজি নেই যার কেজি ৫০ টাকার কম। উৎপাদনস্থলে এমন অবস্থা তখন সারাদেশে কি অবস্থা চলছে বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশন দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। সরকারও সবজিসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে দেশের বাজারের পণ্যমূল্যর দাম উঠা-নামা করার সম্পর্ক রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার সাথে সাথে দেশের বাজারেও দ্রুত দাম বেড়ে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে দেশের বাজারে সেই দাম সহজে আর কমে না। তখন ব্যবসায়ীরা বলেন, বেশি দামে আমদানি করা পণ্যর যোগান থাকায় দাম কমানো সম্ভব হয়না। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে। কঠোরভাবে এসকল সিণ্ডিকেট ভাঙতে হবে। জরুরিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের উপরই সরকারকে জোর দিতে হবে।

মেহেরপুর তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ আবু হানিফ বলেছেন, বর্ষার কারণে এবার অনেক ফসল নামলা (পরে) হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে বাইরের চাপ মেহেরপুরের থেকে অনেক বেশি। বর্তমানে বাজারে বাইরের ক্রেতাদের সংখ্যাও অনেক বেশি। বর্তমানে ক্রেতারা সরাসরি মাঠ

থেকেও মাল কিনে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।
সবজি উৎপাদন নিয়ে কৃষিবিদ স্বপন কুমার খাঁ বলেছেন, কৃষি বিভাগের কাজ হচ্ছে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

উৎপাদনে আমরা সফল হয়েছি। আমার চাষি তার উৎপাদিত ফসলের মূল্য পাচ্ছে। সবজির যে উচ্চমূল্য তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। সে কারণে আমাদের এলাকার সবজির টান পড়েছে। বর্তমানে আমাদের এখানে বাইরের ক্রেতাদের আগমন অনেক বেশি। তারা এখানকার বাজার থেকে আবার সরাসরি মাঠ থেকে সবজি দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। শুধূমাত্র মেহেরপুর জেলায় এবছর সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে এবং ফলনও খুব ভালো হয়েছে। তবে বাজার ব্যবস্থাপনার সুষ্ট বন্টন করতে পারলে সবজিসহ সকল পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে।

গাংনী বাজারে রাজমণি শপিং মলের কর্মচারীদের হাতে ক্রেতা লাঞ্চিত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের রাজমণি শপিংমলে সেন্ডেল ক্রয় করতে এসে শারীরিক লাঞ্চিত হয়েছে দুই মহিলা ক্রেতা। প্রতিবাদে ওই মহিলাদের অভিভাবক শপিং মলের মালিক রেজাউলকে স্যান্ডেল দিয়ে মারধর করলে শপিং মলের কর্মরত শ্রমিকরা মুকুল নামের একজনকে পিটিয়ে আহত করেছে। এবং তার কাছে থাকা ৫ হাজার ৪০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে এমন অভিযোগ করেন মুকুল সহ ওই তিন মহিলা।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রাজমণি শপিংমলে এই ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । ক্রেতাদের মধ্যে শুরু হয় হট্টগোল ও সমালোচনা। রাজমনির শপিং মলের মালিক রেজাউলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ খাড়া করেন অন্য ক্রতারাও।
মুকুল জানায়, তার তার স্ত্রী ও দুই কন্যা রাজমনি শপিংমলে স্যান্ডেল ক্রয় করতে আসলে দোকানে কর্মরত শ্রমিকরা স্যান্ডেলের

মূল্য অতিরিক্ত চাওয়াই ক্রেতাদের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়। এসময় ক্রেতাদের বিভিন্ন ভাবে অপদস্থ মুলক কথাবাত্রা বলে দোকানের শ্রমিক । পরে ৪৫০ টাকা দিয়ে স্যান্ডেল ক্রয় করে বাড়ি চলে যান দুই মহিলা । বিষয়টি বাড়িতে জানালে স্যান্ডেল সহ মুকুল শপিংমলে প্রবেশ করে এবং শপিংমলের মালিক রেজাউলকে স্যান্ডেল দিয়ে মারধর করে। শপিংমলে শ্রমিকরাও পাল্টা মুকুলকে মারধর করে এবং তার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। মুকুলের অভিযোগ মুকুলের স্ত্রীসহ মেয়েকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এবং তার কাছে থাকা ৫৪০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।
এ ঘটনায় স্থানীয় ক্রেতারা ফুঁসে ওঠেন। অন্যান্য ক্রেতারাও ব্যবসায়ীকে লাঞ্চিত করার চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিক বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন উত্তেজিত ক্রেতাদের সামাল দেয়ার চেষ্টা করেন। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ঘটনার বিষয়ে অবগত হন। পরে গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর মোকসেদ আলী এবং পৌর মেয়র আহমদ আলী বিষয়টি আমলে নিয়ে বাজার কমিটি ও পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, স্থানীয় মুকুল শপিংমলে প্রবেশ করে ব্যাংক থেকে সেন্ট্রাল বের করে শপিং মলের মালিক রেজাউল কে মারধর করে। পরে শপিং মলের অন্য শ্রমিকরাও মুকুলকে মারধর করে।। বাজারে থাকা অন্যান্য ক্রেতারাও শপিং মলের মালিক রেজাউলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরেন এবং বলেন, রেজাউল মাঝেমধ্যেই ক্রেতাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন।এবং তার শপিংমলের প্রতিটি জিনিস অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করেন। শপিংমলে প্রশাসনিক কোনো তৎপরতা না থাকায় শপিং মলের মালিক উচ্চমূল্যে সকল পণ্য বিক্রি করেন।
শপিং মল এর মালিক রেজাউল জানান, আমার কোনো লোক মুকুলের বা তার মেয়ের গায়ে আগে হাত তোলে নি, সে এসেই আমাকে মারধর করলে আমাকে রক্ষা করতে আমার কর্মরত শ্রমিকরা তাকে মারধোর করে দোকান থেকে বের করে দেয়।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান ঘটনাটি আমি শোনার সাথে সাথে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই আমার কাছে অভিযোগ করেনি অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী জানান, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের বিষয়টি বাজারসংশ্লিষ্ট তাই বাজার কমিটিকে বিষয়টি নিরসনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাজার কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

হাসাদাহ বাজারে হাটচালীর চালের বেহাল দশা !

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাজারের কাচামালের হাটচালীর চালের বেহাল অবস্থা। এটি ভেঙ্গে পড়ে যে কোন সময় ঘটতে পারে প্রাণ হানির মত বড় ধরনের দুর্ঘটনা ।

এই বাজারে অনেক দূরদূরান্ত থেকে জীবন জীবীকার তাড়নাই অনেকেই কাঁচা মালের ব্যবসা করতে আসেন । কিন্তু এই হাটচালীর চাল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে যে কোন সময় সেটি ভেঙ্গে পড়তে পারেন এমনিই আশঙ্খার মধ্যে সবাই ব্যবসা করে চলেছেন ।

উপস্থিত কয়েকজন কাঁচামাল ব্যবসায়ীর সাথে কথা বললে তারা খুবিই দুঃখের সাথে বিষয়টি বর্নণা করে বলেন যে , আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে ব্যবসা করি একটি চালের বেহাল দষা। আর একটি চালের নিচে কোন প্রকার বসা যায়না কারন অল্প একটু বৃষ্টি হলেই চালের নিচে জ্বলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় , কারণ ভীতরে মাটি নেই অনেক নিচু ।

বিষয়টি নিয়ে ঐ বাজারের ইজারাদার হাটমালিকের সাথে কথা বললে হাট মালিক হাসিবুল হক বিষু জানান যে , এই বাজারের ভীতরে প্রবেশ করার মত নেই কোন রাস্তার ব্যবস্থা । সরকারি জায়গা যেটুকু আছে সেটাও আবার বিভিন্ন লোকের দখলে , আমি এই সমস্যটি নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের জন সার্থে ইতোপূর্বে সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত ভাবে আবেদন করেছিলাম সেখান থেকে আমাদেরকে আশা দেখিয়ে ছিলেন , কিন্তু জানিনা কি কারণে তা আর বাস্তবায়ন হয়নি ।

প্রয়জন হলে আমি আবারও বর্তমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করবো। বিষয়টি নিয়ে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস .এম মুনিম লিংকনের সাথে কথা বললে তিনি এই সমস্যাটি অতি দ্রুত সমাধান করবেন বলে এমনটিই জানান। এটি যাতে অতি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা হয় তার জন্য এলাকার সর্ব সাধারণ জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ উর্ধ্বতন সকলের সু -দৃষ্টি কামনা করেছেন।